বেতার জগৎ

INDIAN STATE BROADCASTING SERVICE

· ORGAN OF THE CALCUTTA STATION ·

Vol. II. No. XVI. | **24th April, Friday, 1931.** | **One Anna**

২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা] ২৪শে এপ্রিল, শুক্রবার ১৯৩১, ১১ই বৈশাখ, ১৩৩৮ । [এক আনা

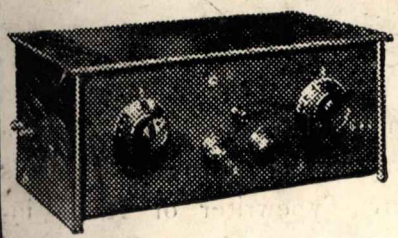

"LOGGED 24 STATIONS"

Praise for the

COSSOR *Empire* **Melody Maker.**

Extract from letter

"Although only a novice have logged twenty four stations, eighteen of which are long wave."

J. A. D., Deolali

Complete Kit with Valves Rs. 135/10

SOLE DISTRIBUTORS IN INDIA.

Queen's Road, Nr. Marine Lines, **BOMBAY.**

BOMBAY RADIO Co. Ltd.

43/1D, Dharamtola Street, **CALCUTTA.**

Betar Jagat

The only paper of its kind widely circulated amongst the Radio listening public. Book your Advertisement just now.

Certainly it will pay.

RADIO SETS
AND
TYPEWRITERS.

Huge stock of brand new and good secondhand typewriters, wireless-sets and Electric Gramophones and Amplifiers at lowest prices. Ten days approval to mofussil buyers. Do not purchase any Typewriter or Radio instrument until you get our illustrated catalogue sent post free. Repairs to any make of typewriters, wireless sets and amplifiers promptly executed under expert European supervision. Spare parts and accessories always in stock.

SOME BARGAINS :

New latest model 3 Valve D. C. Main sets Rs. 75 ; superior quality 4 valve screen-grid portable set for short and long waves with built-in frame aerial Rs. 275 etc. etc.

New and good secondhand typewriters (Remingtons, Underwoods, Corona etc.) Rs. 65 and upwards.

G. ROGERS & CO.

23, Lal Bazar Street, Calcutta.

Phone Cal. 5471.

আমাদের কথা

বেতারের আসরে হিন্দি প্রোগ্রামের আধিক্য দেখে অনেকে আমাদের অনুযোগ কোরে পত্র লিখেছেন। সে সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে আপনাদের জানিয়েছি এবং এখনও জানাচ্ছি যে সংখ্যা অনুপাতের দিকেই মোটামুটী নজর দেওয়া হ'য়ে থাকে তাছাড়া হিন্দীভাষা সাধারণতঃ সকল জাতির লোকেই অল্পবিস্তর বেশী বোঝেন। তার ফলে শ্রোতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার খুব সম্ভাবনা। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার কোরে আমরা এইরকম আয়োজন কোরেছি। যাই হ'ক আমাদের বাঙ্গালী শ্রোতৃবৃন্দের এ অনুযোগ সম্বন্ধে আমরা চিন্তা কোরে দেখছি এবং তাঁদের দিক থেকে এ অনুযোগ করা স্বাভাবিক বোলেই মনে হয় কিন্তু তাঁদের প্রতি আমাদের অনুরোধ এই যে আমাদের অবস্থাও তাঁরা যেন একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিচার কোরে দেখেন।

এবারের প্রোগ্রাম যাতে সকল জাতির শ্রোতারাই উপভোগ করতে পারেন সেই রকম করে রচিত হ'য়েছে। কোনদিনই বোধ হয় বিশেষ ভাষার আতিশয্য দোষে দুষ্ট বোলে কোন প্রোগ্রাম শুনতে আপনাদের বিরক্তি হবে না।

২৪শে এপ্রিল শুক্রবার দিন বেতার নাটুকেদল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নাটক গৃহপ্রবেশের পুনরাভিনয় করবেন। গৃহপ্রবেশ ইতিপূর্ব্বে আমাদের এখানে অভিনীত হয়ে গেছে এবং তার সুখ্যাতির কথা আমরা আজও ভুলিনি। আপনারা অনেকে বারবার এই নাটকটির আবার অভিনয় করবার জন্য অনুরোধ করলেও এতদিন কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ তা সম্ভবপর হয়নি। এইবার পূর্ব্বেকার চেয়ে অভিনয় যাতে সাকল্য-মণ্ডিত হয় তার চেষ্টা করা হবে।

গৃহপ্রবেশের 'যতীনের' করুণ ভূমিকাটি যিনি প্রাণ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন সেই বীরেনবাবুই আবার সেই ভূমিকাতে অবতীর্ণ হ'য়ে আপনাদের অভিবাদন করবেন এবং তাছাড়া মাসীর ভূমিকাতে বেতার নাটুকেদলের সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী মিস্ উষাবতী অবতীর্ণা হবেন।

ডাক্তারের ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন নেপেনবাবু এবং অখিলের রূপ ফুটিয়ে তুলবেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু। গৃহপ্রবেশ শোনবার জন্য আপনাদের সকলকেই আমরা অনুরোধ করছি।

মঙ্গলবার ২৮শে এপ্রিল উক্ত নাটুকে দল আবার একটি নাটিকার অভিনয় আয়োজন কোরেছেন। নাটিকাটির নাম শ্যামসুন্দর। নাচে-গানে-কৌতুকে শ্যামসুন্দর আপনাদের আনন্দ দান করবে বোলে আমাদের বিশ্বাস।

১লা মে শুক্রবার স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের সাজাহান নাটকটি নিয়ে এঁরা আপনাদের অভিবাদন করবেন। অভিনয়টি যাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তার চেষ্টা এঁরা সকলেই

করবেন এবং বেতার নাটুকে দলের শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্প্রদায় এতে যথাযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

২৬শে এপ্রিল সবুজ সম্মিলনী কর্তৃক একটি বিচিত্র অনুষ্ঠান হবে আমাদের ষ্টুডিওতে। তাঁদের সদস্যরা এই অনুষ্ঠানটিকে সৌষ্ঠব সম্পন্ন করে তোলবার জন্য সম্পূর্ণ ভার নিয়েছেন। আশা করা যায় যে তাঁদের এই প্রথম প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হবে।

বহুদিন পালা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করা হয়নি বোলে আমাদের অনেক শ্রোতা অনুযোগ কর্চ্ছেন। অতএব আমরা তাঁদের অনুরোধ রক্ষার্থে বৃহস্পতিবার ৭—৯টা পালা কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর্‌লুম। কীর্ত্তন গাইবেন শ্রীগোপাল চন্দ্র মিত্র।

এবারের প্রোগ্রামে বহু নবীন শিল্পী ও অপর বারের সমস্ত সু-গায়ক গায়িকা আছেন। বাংলা গানের সংখ্যাধিক্যের প্রতি আমরা নজর দিয়েছি এবং তা আপনাদের পক্ষে সন্তোষজনক হবে বোলে মনে হয়।

আমরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে বেতারের আসরে বহুদিন যোগদান কোরে যিনি আমাদের কণ্ঠসঙ্গীতে বারবার আনন্দ দান কোরেছেন সেই আমাদের পরম কল্যানীয়া কুমারী পুষ্পরাণী চট্টোপাধ্যায় হৃদ্‌পীড়ায় নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছেন। আমরা ভগবানের চরণে তাঁর পীড়ার উপশমের জন্য আন্তরিক প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বেতার জগতের প্রথম ফর্ম্মা ছাপা প্রায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর পেলাম যে ১৯শে এপ্রিল পাথুরিয়া-ঘাটা ষ্ট্রীটে শ্রীযুত ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ ও শ্রীযুত দামোদর দাস খান্না মহাশয়ের উদ্যোগে ভারতীয় বেতার পরিচালনা সমিতির প্রধান কর্ম্মী ও শিল্পীদের সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে একটি বিশিষ্ট আয়োজন হয়েছে। কলিকাতার সেরিফ শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

সভার বিশিষ্ট ও বিশদ বিবরণ দেওয়া এ সংখ্যায় সম্ভবপর হ'লনা এর পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা তা' প্রকাশ করবো।

বেতার জগতের সম্বন্ধে কোন কিছু অভাব অভি[illegible] জানাবার সময় গ্রাহকরা যদি অনুগ্রহ ক'রে তাঁদের গ্রাহ[illegible] নং উল্লেখ করেন তাহ'লে আমরা বিশেষ বাধিত হব, কারণ তা না হ'লে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা আমাদের পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য হ'য়ে পড়ে!

মহিলা-মজলিস

নীনা

[শ্রীমতী জ্ঞানদাবালা মিত্র]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রায় দেড়মাস হইতে চলিল মা বলিল "সাহেব ভাল হইয়া গিয়াছেন। "মা অতিশয় খুসী হইয়াছেন। আজ মা সকাল সকাল গেলেন কারণ সাহেব আজ বাড়ী যাইবেন। মা যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তার চোখে জল দেখিলাম। বলিলেন "সাহেব চলিয়া গিয়াছেন তাহার অভাবে আজ হাস্‌পাতাল আমার খালি খালি বোধ হইতেছিল। এই ছেলেটির পরিচর্য্যা করিয়া বড়ই শান্তি পাইতাম। যাইবার সময় বিশেষ করিয়া আমাদের তাঁহার বাঙ্গলায় যাইতে বলিয়াছেন ঠিকানাও দিলেন আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূর হইবে না। সাহেব বলিলেন আমার মা অনেকদিন স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনাকে মায়ের মতনই ভাল বাসিয়াছি আপনি আমায় পুত্রের অধিক সেবা যত্ন করিয়াছেন। আমি জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। আমাদের বিষয় তিনি সবই জানেন আমি তাঁহার কাছে গল্প করিতাম।" কিছুদিন পরে মা হাসপাতাল হইতে বাড়ী আসিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যায় আমার কাজ নাই। আমি ফ্রেড্ সাহেবের বাঙ্গালায় যাইব ঠিক করিয়াছি। তাহাকে পত্র দিয়াছিলাম এই দেখ তার উত্তর।"

মা!

আমি বড়ই খুসী হইলাম আপনি আমাকে দেখিতে আসিবেন, ভগ্নি নীনাকেও লইয়া আসিবেন। আমি আপনাদের অপেক্ষায় থাকিব। ইতিঃ —

আমার বড়ই আনন্দ হইল। যাহার মূর্ত্তি কল্পনাতে কত রকম আঁকিতাম আজ তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিব। মনে মনে নানা আলোচনা করিতে লাগিলাম –আমার সহিত তিনি কথা কহিবেন কি? আমিও বা তাহাকে কি বলিব। অতবড় অফিসারএর বাড়ী যাইব আমার কোন ভাল কাপড় ছিল না কি পরিয়া যাইব এই সব প্রশ্নই মনে উঠিতেছিল। দৈনন্দিন কাজ সম্পন্ন করিয়া মুখ হাত ধুয়িয়া মাকে গিয়া বলিলাম, "তুমি সাহেবের কাছে আমায় লইয়া যাইবে বলিতেছ আমার তো কোন ভাল কাপড় নাই?" মা বলিলেন, "বাছা! তিনি আমাদের অবস্থা সব শুনিয়াছেন আমরা দরিদ্র তিনি জ্যানেন, তাহার কাছে ভাল কাপড় পরিয়া সম্মান লইবার দরকার নাই। তুমি তোমার সাদা পোষাকটী পর!" বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মা বলিলেন, নীনা! তোমায় বড় সুন্দর দেখাইতেছে। আমার গৃহে কেন জন্মিয়াছিলে তোমার রাজার ঘরে জন্মাইলেই মানাইত, আমি তোমায় কোন সুখ সচ্ছন্দতাই দিতে পারি নাই।" বলিলাম, "তুমি আর দেরী করিও না মা!" সাদা পোষাকই আমি ভাল-বাসি।" মা ঘরে টফি করিয়াছিলেন ও কিছু ফল তাহার সহিত লইয়া যাইবেন ঠিক করিয়াছিলেন। বলিলাম, "এ সামান্য টফি সাহেবকে কেমন করিয়া দিবে?' মা বলিলেন "সাহেব বড় টফি ভালবাসেন শুনিয়াছি ছোটবেলায় তাহার মায়ের হাতের টফি খাইতে বড় ভাল বাসিতেন।" মা ও আমি বাহির হইয়া পড়িলাম। কত রকম কথাই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। বাংলোর ফটকের সামনে গিয়া পৌছিলাম। চারিদিকে বাগান মধ্যে বাংলোটী। বাংলোটী বেশী বড় নয় কিন্তু বড়ই সুন্দর। বাগানে নানা জাতীয় ফুলে ভরা। চাপরাশী আসিয়া আমাদের লইয়া গেল। সাহেব বারান্দাতে বসিয়াছিলেন আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মা চাপরাশীর হাতে ফলের ব্যাগটী দিলেন। সাহেবকে বলিলেন, "আপনার জন্য সামান্য টফি আনিয়াছি।" তিনি আনন্দিত হইলেন মাকে বলিলেন, "আবার এসব কষ্ট কেন করিয়াছেন?" আমাদের

ড্রয়িং রুমে লইয়া গেলেন। আমাদের সোফাতে বসাইয়া নিজে একটী চেয়ার টানিয়া বসিলেন, বলিলেন, "মা! নীনা এত সুন্দর আপনি আগে তো বলেন নাই?" মা'র মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি সাহেবের সুন্দর মূর্ত্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। পুরুষেরা যে এত সুন্দর হয় পূর্ব্বে কখনও মনে করিতে পারি নাই দেখিলাম ডেভিড্ এর মত ইহার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে। যখনি তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেছে দেখি তিনিও আমায় দেখিতেছেন। মা তাঁহার সহিত সম্মান করিয়াই কথা বলিতেছিলেন। সাহেব বলিলেন, "মা আপনি আমাকে অত সম্মান করিয়া কথা বলিবেন না আমি বড় লজ্জিত হই। আপনি আমায় পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন আমিও পুত্রের মতন ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিবেন। "মায়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল সাহেব বলিলেন," কয়েকমাসের মধ্যে আমি ইংলণ্ড যাইতেছি। ইংলণ্ড হইতে আর একটী সাহেব আসিয়া আমার কাজ করিবে। তাঁহার কাজে আমি যাইব।" মায়ের মুখ অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, মা বলিলেন, "এত শীঘ্র আপনি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন?" পরে বলিলেন, "আপনার ইংলণ্ডে গেলে শরীরটাও ভাল হইবে।" সাহেব বলিলেন, "আমি বেশীদিনের জন্য ত ইংলণ্ড যাইতেছি না? আমায় মাত্র এক বৎসর সেখানে থাকিতে হইবে, পরে আমি আমার নিজের কাজে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিব! আমি এখন বেশ ভালই হইয়া গিয়াছি তবে হাওয়া পরিবর্ত্তনে ভালই হইবে।" মা উঠিয়া সাহেবের আত্মীয় পরিজনের ছবি দেখিতে ছিলেন। ড্রইং রুমটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুশোভিত। বড় সুন্দর পছন্দ জিনিষ পত্র দেখিলেই মনে হয়। সাহেব আমার কাছে আসিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন যে আমার পরীক্ষার ফল কবে বাহির হইবে। স্কুলের বিষয়ও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমিও উত্তর দিতে লাগিলাম। পরে আমাদের জন্য খান্‌সামা চা কেক ফল ইত্যাদী লইয়া আসিল। সন্ধ্যা হওয়াতে মা খাইতে রাজী হইতে ছিলেন না কিন্তু তাহার অনুরোধ রাখিতে হইল। আমরা বাড়ী ফিরিবার সময় বলিলেন, "আমিও কখন কখন আপনাদের বাড়ী যাইব।" বাড়ীতে আসিয়া সাহেবের শান্ত মূর্ত্তি ও সদ্‌ব্যবহার সর্ব্বদা মনে পড়িতে লাগিল। রাত্রে তাঁহার কথাই ভাবিয়াছি। প্রায় এক সপ্তাহ হইয়া গিয়াছে আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে আমি পাশ হইয়াছি। মা আনন্দিত হইলেন। আমার ডাক্তারী পড়িবার চেষ্টা হইতে লাগিল। মা'র কয়েকদিন হইল মাথার যন্ত্রণা হইতেছিল। কেন যন্ত্রণা হইতেছে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না বলিলেন, "গত রাত্রে আমার জ্বর হইয়াছিল আজ শরীরটা বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে। আজ হাসপাতাল গিয়া কয়েকদিনের ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিব।" সেদিন হাস্‌পাতাল হইতে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন, মুখ লাল, সমস্ত শরীর অতিশয় উত্তপ্ত কাঁপিতেছিলেন। আমিও বড় ভয় পাইয়া গিয়াছিলান। মায়ের কামরায় শোয়াইয়া দিলাম। বৈকালের দিকে মা কথাবার্ত্তা ভুল বলিতে লাগিলেন। মা আমায় বলিলেন, "নীনা! আমার অসুখ বড় শক্ত। তোমার জন্যই আমার ভাবনা। ঈশ্বরের উপর নির্ভর রাখিও তিনি যা করেন আমাদের মঙ্গলের জন্য। সাবধান থাকিবে।" সেই রাত্র হইতে মায়ের আর চৈতন্য রহিল না। আমি কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না।

[ক্রমশঃ]

বেতার জগতের বার্ষিক মূল্য—
১৸৵০ আনা
ভিঃ পিঃ—২৸৵০ আনা

"আশ্চর্য্য সত্য ঘটনা"

[শ্রীমতী শরৎশশী মিত্র]

ভূতের অস্তিত্বে আমার প্রগাঢ় আস্থা আছে, এবং ভৌতিক বিষয়ে আলোচনা করাও একটা অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। আজ আবার একটি অতি আশ্চর্য্য সত্য ঘটনা লিখিয়া জানাইতেছি। প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এক অতি নিকট আত্মীয়ের বাড়ীর ঘটনা। ভদ্রলোকটি মুন্‌সেফ—উত্তর বঙ্গের কোনও জিলার সদরে তাঁহার অবস্থিতি কালে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বলিব। তিনি তথায় বদ্‌লি হইয়া গিয়া, সস্ত্রীক মুন্‌সেফদিগের থাকিবার কোয়ার্টারে (Quarters) গিয়া উঠিলেন। সেই বাড়ীতে দুই এক-দিন থাকিবার পর হইতেই তাঁহারা গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে বাড়ীর ছাদের উপর দুম্‌দাম্ শব্দ শুনিতে পাইতেন। এই প্রকরে অদ্ভুত শব্দের কারণ কিছুই তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ সন্ধ্যারাত্রেও ঐরূপ শব্দ তাঁহারা শুনিতে পাইতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা আপনা হইতে খুলিয়া যায় দেখিয়া ভীত হইয়া, তাঁহারা পাশের বাড়ীর প্রতিবেশীগণকে এই সকল কথা জানাইলেন। তাঁহারা পাশের বাড়ীর ঐ বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব আছে বলিয়া বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু সস্ত্রীক মুন্‌সেফ বাবু ঐকথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন "আমরা দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি; ভূতে আমাদের দেখা দিতে সাহস করিবে না।" কিন্তু তাহার পর হইতেই বাড়ীতে ভূতের উৎপাত যেন বাড়িয়াই চলিল।

একদিন সন্ধ্যার পর অসময়ে অনেক মৎস্য আসে; পরদিন প্রাতে রন্ধনের জন্য কাঁচা মাছ কুটিয়া লবণাদি মাখাইয়া রন্ধন গৃহের জানালার নিকটে একটি সিকায় তুলিয়া রাখা হয়। রাত্রে ঘরে চাবি বন্ধ ছিল। সকাল বেলা ঘর খুলিয়া দেখা গেল যে মৎস্যের পাত্রে এক-খানিও মৎস্য নাই। ইন্দুর বিম্বা বিড়ালে খাইলে এক-খানিও কাঁটা কোথাও ত পড়িয়া থাকিত, কিন্তু তাহাও নাই। এই ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ঐ দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্‌সেফ বাবুর স্ত্রী রন্ধন গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় ছাদের দিকে দৃষ্টিপাত করায় সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, ছাদের উপর সাদা শাড়ী পরিয়া একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। তিনি মাথা নীচু করিয়া অপর গৃহে চলিয়া গেলেন। পরদিন তাঁহারা বুদ্ধি খাটাইয়া প্রতি ঘরের দরজা এবং জানালার উপর 'রাম' নাম লিখিয়া রাখিলেন। ঐ দিন আর সে বাড়ীতে কোনও উৎপাত হয় নাই। কিন্তু সমস্ত রাত্রিই প্রায় শোনা গেল যেন কোথায় কে গাছের ডাল ভাঙ্গিতেছে; এবং ঐ রাত্রেই তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী কোয়ার্টারে অবস্থিত সবজজ বাবুর বাড়ী হঠাৎ ভূতের উপদ্রব হয়। সবজজ বাবুর বাড়ীর একটি যুবক যে গৃহে রাত্রে নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই গৃহে শব্দ হওয়ায় তিনি জাগিয়া উঠিয়া দেখেন সাদা শাড়ী পরা একজন স্ত্রীলোক ঐ যুবকের পড়িবার টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি সব যেন ওলট-পালট করিয়া দেখিতেছে। যুবকটি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আলো জ্বালিয়া ঘরে আসিলেন, কিন্তু আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রাত্রি প্রভাতে মুন্‌সেফ বাবুরা দেখিতে পাইলেন তাঁহাদের রন্ধন গৃহের পিছনে যে আমগাছটি অবস্থিত, তাহারই শাখা প্রশাখা প্রচুর পরিমাণে ভাঙ্গিয়া মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে।

মুন্‌সেফ বাবুর চারি বৎসরের কন্যাটি প্রায় প্রতি রাত্রেই বিছানা হইতে পড়িয়া যাইতেছে এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে মা, ভূতু আমাকে ফেলে দিয়েচে।" এইপ্রকার উৎপাত বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, গৃহস্বামী একদিন একজন বিখ্যাত রোজাকে ডাকিয়া আনাইলেন। রোজা আসিয়া বলিল "১২ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের আমি ভূত দেখাইতে ও তাহাদের কাণ্ড

দেখাইতে পারিব।" সে একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে করিয়াও আনিয়াছিল, কিন্তু গৃহকর্ত্তা ঐ রোজার নির্ব্বাচিত ছেলেকে মনোনীত না করিয়া নিজের সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রের দ্বারা ভূতের বিষয় জানাইতে রোজাকে বলিলেন। রোজা তখন নিজের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিয়া মুন্‌সেফ বাবুর সাত বৎসর বয়স্ক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি দেখিতেছ?" বালক উত্তর করিল "একজন মেয়ে মানুষ মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে।"

রোজা—"তুমি তাহাকে বল যে, সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, ঐ স্থানটি ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিয়া একখানি সতরঞ্চি পাতিয়া তাহার উপর একখানি চৌকি পাতিয়া রাখুক।"

বালক – হাঁ, সে তাহা করিতেছে।"

রোজা—"তাহাকে বল তাহাদের রাজাকে আনিতে।"

বালক—"তাহাদের রাজা আসিয়া চৌকির উপর বসিয়াছে।"

রো—"তাহারা কয়জন এই বাড়ীতে আছে?"

বা—তিনজন।

রো—"তাহারা কেন এই বাড়ীতে উৎপাত করিতেছে।"

বা "তাহারা বলিতেছে – আমরা পূর্ব্বে ঐ দূরের তাল গাছে থাকিতাম। কিন্তু পি, ডবলিউ, ডির, (P. W. D.) লোকেরা ঐ গাছটা কাটিয়া দেওয়ায় আমরা তোমাদের রান্নাঘরের পাশের আমগাছটিতে আছি। আমরা ত তোমাদের কিছু ক্ষতি করি না, কেবল একটু খেলা করিতে আসি।"

রো—"আমাদের রান্নাঘরের মাছ কি হইল?"

বা—'উহারা লইয়াছে।"

রো। "কি করিয়া লইল?"

তদুত্তরে ৭ বৎসরের ছেলিটি আশ্চর্য্য চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ও বাবা গো! গাছের উপর থেকে এতবড় একখানা হাত রান্নাঘরের জানালার ভিতর পূরে মাছ বার করে নিচ্চে।" (ভূত তাহার মাছচুরীর এই অদ্ভুত কৌশলটি কথায় না বলিয়া কার্য্যের দ্বারা ছেলেটিকে দেখাইয়া দিল।)

মুন্‌সেফ্ বাবুর বালক পুত্রের পেটে এপেন্‌ডিসাইটিস্ (Appendicitis) হওয়ায় ঐ সময়ে কলিকাতার কারমাইকেল কলেজের হাঁসপাতালে সে অস্ত্রোপচারের পর অবস্থান করিতেছিল। গৃহস্বামীর ইচ্ছানুযায়ী রোজা ঐ ক্ষুদ্র বালকটিকে দিয়া ভূতকে জিজ্ঞাসা করাইল "যাহার অস্ত্রোপচার হইয়াছে, তুমি তাহাকে দেখাইতে পার?"

উত্তর। "হাঁ, পারি।"

প্রশ্ন। "সে কেমন আছে ও কোথায় আছে বল।"

তদুত্তরে বালকটি বলিয়া উঠিল "ঐ যে সে শুইয়া আছে।"

হাঁসপাতালে যে ঘরে যেমন শয্যায় ও যে অবস্থায় রোগী শয়ন করিয়াছিল, ভূত সেই দৃশ্য বালককে দেখাইল, এবং বালক তাহার বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল; রোগীর দেহে কোন্‌খানে কতখানি অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে, তাহাও বলিল। রোগী গাত্রে চাদর ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে, এবং পার্শ্বে রোগীর কাকা ও মামা বসিয়া আছেন, তাহাও বালক বলিল। (পরে কলিকাতায় অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছিল যে, রোগীর সম্বন্ধে শিশু যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাহা অবিকল ঠিক।)

রোজা তৎপরে ঐ বালককে, এবং বাড়ীর প্রত্যেককে একটী করিয়া কবচ ধারণ করাইয়া দিয়া গেল, এবং বলিয়া গেল যে, বাড়ীর ছেলে মেয়েরা যেন ঘরের বাহিরে আহারাদি না করে, যাহাতে তাহাদের প্রতি উপদেবতার দৃষ্টি না পড়ে। বালক বালিকাদের জননী তাহাদের বাহিরে আহার করিতে নিষেধ করিলে, কোলের ৪ বৎসরের ছোট মেয়েটি (যে বলিত 'মা, ভূতু ফেলে দিলে") বলিত "আমি বাহিরে খাব, আর ভূতু আমার সঙ্গে খাবে।"

বাড়ীর সকলে কবচ ধারণ করিবার পর হইতে আর কেহ কিছু দেখিতে পান নাই। তাহার অল্পদিন পরেই মুন্‌সেফবাবু স্থানান্তরে বদ্‌লি হইয়া চলিয়া গেলেন। পরবর্ত্তী মুন্‌সেফ বাবুরা তাহার পর ভূতের সহিত আলাপ জমাইতে পারিয়াছিলেন কিনা, সে সংবাদ জ্ঞাত নহি।

বারান্তরে ভূতের কথা লইয়াই সম্ভব আবার বেতারের মহিলা মজলিসে উপস্থিত হইব। আজ তবে বিদায়, জননী ও ভগিনীগণ! নমস্কার।

ছোটদের বৈঠক

Calcutta Station Calling—Good Evening Children Good Evening—Galpa-Dada Speaking :—

আমাদের প্রিয় প্রফুল্লর স্মৃতির জন্য এই মাসে আমাদের আসরে দুটী প্রতিযোগীতা হয়ে গেল। ১টীতে সোনার মেডল দেওয়া হবে আর একটিতে রূপার মেডল দেওয়া হবে। প্রথম অর্থাৎ সোনার মেডল প্রতিযোগীতা শুধু রেডিও সার্কেলের সভ্যদিগের ভিতর ও দ্বিতীয়টি আমাদের আসরে সাধারণভাবে যারা নাম লিখিয়েছে তাদের ভিতর। সাধারণ সভ্য হবার জন্য কোন ফিস্ বা টাকাকড়ি দরকার নাই। শুধু তোমার ঠিকানা ও বয়স পাঠাইয়া দিলেই আমরা নাম লিখিয়া দিব। রেডিও সারকেলের সভ্য হতে গেলে ২৵০ আনা লাগবে এবং একটি ব্যাজ দেওয়া হয়। সোনার মেডল প্রতিযোগীতার গান ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক।"

দ্বিতীয় প্রতিযোগীতার গান রামপ্রসাদ সেনের "বল দেখি ভাই কি হয় মলে।"

প্রফুল্লের পিতা মাননীয় কুমার এইস, কে, মিত্র সোনার মেডলটি দিয়াছেন এবং আমাদের টুনটুন সে তার নিজের পয়সা থেকে তার ছোট ভাই প্রফুল্লর স্মৃতির জন্য রূপার মেডেলটি দিয়েছে। আর বলেছে যে প্রতি বৎসর সে এইরূপ একটি মেডেল প্রফুল্লর স্মৃতি জাগিয়ে রাখবার জন্য দেবে। টুনটুনের ভাল নাম হল খুরসুদজিহান বেগম। বাঙ্গালা দেশে বেতার দিয়ে ভানুমতীর মিনি সুতার মালার মত তোমরা আমার বাঙ্গলা দেশের নাতী নাতনীরা যে মনে মনে মালা গাঁথছ, দশ বছর বাদে যখন তোমরা এক একজন বাড়ীর কর্ত্তা হবে, ঘরুনি গিন্নি হবে, হয়ত তখন বেতার-গণ্ডির বাহিরেও সেই ভাবের ধারা ছড়িয়ে পড়ে একটি বাধাহীন পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়ে বাঙ্গালা দেশের সামাজিক জীবনের নষ্টশ্রী পুনর্জ্জীবন নিয়ে দেখা দেবে। তখন রামচন্দ্র দা ও করিম চাচা আবার একই বৈঠকে বসে গ্রামের ভালমন্দ ও মন্দির মসজিদাদির রক্ষণাবেক্ষণের বিলি ব্যবস্থা করবে। রামচন্দ্রের মাতৃদায়ে কাধ না দিতে পারলেও দুপুর রাত্রে কি ঘোর-দুর্যোগেও করিম চাচা গাছটাছ কেটে কুটে সঙ্গে গিয়ে সব যোগাড় করে দেবে এবং রামচন্দ্রও একদিন করিম চাচাকে ডেকে বলবে শুন করিম ভাই, গ্রামের মসজিদটা ভেঙ্গে পড়ছে আর ওই একলাক ইটের পাঁজাটি ওটাও পড়ে রয়েছে ওটাই বা আমার কি হবে। দান ত নেবে না ত একটা কাজ কর ধান কাটা হলে আমায় ৫৲ টাকা দিও, এখন তোমরা পাঁজাটা ভেঙ্গে নিয়ে মসজিদটা মেরামত কর।

বার দুই বাঙ্গলা দেশ এই ভাবের ধারার ভিতর

THE GRAMOPHONE MART.

For

Every thing in Music

Try

Their Radio-Amplifier

and

enjoy the purest reception.

Address : -172, Harrison Road,

CALCUTTA.

Phone B. B. 1621.

দিয়েই বড় হয়ে দিল্লীর বাদসার সঙ্গে টেক্কা দিত। তখন হিন্দু মুসলমান পরস্পরের সুখ দুঃখ বুঝত, পরস্পরের জন্য কাঁদত, ঝগড়া ঝাটি যে করত না তা নয়; কিন্তু যখন দরকার হত তখন হিন্দুকে রক্ষা করবার জন্য মুসলমানের লাটি উঠত আর মুসলমানকে বাঁচাবার জন্য হিন্দুর লাটি উঠত। হিন্দু মুসলমান জাত বিচার না ক'রে গ্রামের শত্রু, দেশের শত্রু সকলে মিলে খেদিয়ে দিয়ে আসত। তখন হিন্দুর বাঙ্গলা, কি মুসলমানের বাঙ্গলা ছিল না। তখন বাঙ্গালীর বাঙ্গলা ছিল, তাই বাঙ্গলার বিপদের সময় হিন্দু মুসলমান দুই ভাই এক হয়ে আক্রমণকারী বাদসাহি ফৌজ পিটতে পিটতে দিল্লীর দরজায় পৌঁছে দিত। সেই গৌরবের দিন, হিন্দু মুসলমানের মিলনের দিন কি আর আসবে না!

বিশ্বকবি ঋষি রবীন্দ্রনাথ গগনের দূরপ্রান্তে অমানিশার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে সেই বাঙ্গলার পূর্ব্ব গৌরবমণ্ডিত উষার ঈষৎ ক্ষীণ রেখা দেখতে পেয়ে বলে দিচ্ছেন "আসিবে সে দিন আসিবে।"

আজ আমার ক্ষুদ্র নাতনী খুরসুদ জেহান বেগমের তার ছোট হিন্দু ভাই প্রফুল্লর স্মৃতি-রক্ষার জন্য তার নিজের পয়সা দিয়ে তৈয়ারী স্নেহের দান রৌপ্য পদকটি সেই অনাগত রাঙ্গা উষার ক্ষুদ্র ইঙ্গিত বলা যেতে পারে।

ভগবান করুন ছোটদের আসরের এই ভাবের ধারা প্রফুল্লর স্মৃতির ভিতর দিয়ে সারা বাঙ্গলায় ছেলেমেয়েদের ভিতর যেন ছড়িয়ে পড়ে।

বলতে পার?

খুবতো লেখো ধাঁধা
আচ্ছা এবার প্রশ্ন করি
দাওতো জবাব দাদা?
গঙ্গারামের খাতির কেন
রামের মেশোর কাছে;
বিষ্টু বোসের খুড়শ্বশুরের
গুম্ফ কেন আছে?
গড়ের মাঠে গেলেই কেন
ডিগ্‌বাজী খায় লক্ষ্মী—
বড় হলেই সব মিঞারই
বাড়বে কেন ঝক্কি?
কাদের প্রাণে কাব্য জাগে
ঢাকের আওয়াজ শুনে
নাম ছাপিয়ে দেব তাদের
বল্‌বে যে তা'গুনে।

ঋতুমঙ্গলের গান *

[বাণীকুমার]

গান

(১)

নমো নমো হে রুদ্রসন্ন্যাসী !
তব ভৈরবতাণ্ডবে ভবে লাগুক্ ঘূর্ণি আসি !
সাগ্নিকের তপস্যারি হোমবহ্নি জ্বালো,
ঘুচিয়া যাক্ ক্লিন্ন আঁধা যত ক্ষুব্ধ কালো—
অন্তরেতে আলোক বিকাশি'।
নমো নমো বৈরাগ্য-বিলাসী ! ॥
ডম্বরু বাজাও আজি ডিমি ডিমি মন্দ্রে,
ভুবনে জাগাও নৃত্য-তালের আনন্দে ;
জীবন-মরণ নাচে বিমুক্ত ছন্দে,—
আকাশ-অনিল ভরি' মাধুরী উচ্ছ্বাসি'।
চিরঞ্জীব প্রাণ দাও হে ভোলাসন্ন্যাসী ! ॥
কমণ্ডলু হ'তে শান্তিবারি ঢালো ঢালো ;
ত্রিনয়ন হ'তে উৎসারিত পুণ্য আলো –
ভবনে ভবনে আনুক্ অমৃত উল্লাসি' ;
নমো নমো হে রুদ্র সন্ন্যাসী ! ।

(২)

ওগো অসীম আকাশ, উদাস আকাশ,
কাহার ধ্যানে রও ভুলিয়ে !
অরূপ রূপের মোহন বিকাশ
তোমার বুকে দেয় জানিয়ে ।

* * * *

† কেন তোমার বুকের মাঝে
গুম্‌রে ওঠে বাণী ;—
নটরাজের জটার মাতন
জাগায় কী তানখানি !!

আজি দিকে দিকে বেড়াই ঘুরে,
দেখি তোমায় কাছে দূরে !
আজি এসো আমার হৃদয়-মেলায়—
তোমার আলোর গান শুনিয়ে।

* * * *

† শিখীর পাখায় নাচন লাগে,
বকুল শাখায় শিহর জাগে,
কা'র সে-নাচের ছন্দ বাজে, –
কেমন ক'রে জানি ! ॥

* * * *

ওগো পথিক আকাশ, বাউল আকাশ,
মৃদঙ্ তোমার নিত্যই সাথী ;
সেই তালেরই সুরের প্রকাশ
মাতাল করে আঁধার রাতি।

* * * *

† কেতকীবন গুঞ্জরিছে—"এস পরমপ্রিয় !"
কদম্ব কয়—"তোমার অসীম পরশখানি দিও !"
পরম লীলার রঙ্গ-বিভোল সমারোহ আনি' ॥

* * * *

কা'র ও ক্লান্ত ধ্যানের আভাস পেয়ে
বাদল-ধারা আস্‌ছে ধেয়ে' ;
ওগো তোমার উদার অন্তরেতে,
জমলো যে মেঘ প্রাণ বিলিয়ে !!

* * * *

† কোন্ ছবি আজ আঁকচো তুমি
শ্যামল চিত্তপটে ;
মিলায় আলো ঘন মায়ায়
বৈভব কা'র রটে !
উড়াও উড়াও উড়াও ছায়ার উত্তরীয়খানি !!
ঝঞ্ঝাশাঁখের মন্ত্রধ্বনি
শ্রাবণ-বীণায় উঠ্‌লো রণি' ;
মল্লারে ওই উল্লাস কা'র, মায়া ঘন-বাণী !!

---

* ১লা বৈশাখ অনুষ্ঠিত "ঋতুমঙ্গল" পালাগানের অন্যান্য গানগুলি প্রকাশিত হোলো। তারকাচিহ্নিত গানগুলি গীত হয়নি।

† এই শ্লোকগুলি বামদিকের গান হ'তে স্বতন্ত্র।

(৩) *

আহা আষাঢ়ের কোন্ গোপন বাণীটি
বাজালো হৃদয়-বীণা-তার।
ওগো জানায় বিরহ করুণ বারতা ;
কাঁদে মিলনের ফুলহার।
একা ব'সে আছি—শুধু হাঁকে বাজ,
নয়নের জলে নাহি কোনো কাজ।
আজি জীবনের সুর বাজিল বেসুর ;
মন্দির মম কারাগার।
কভু হাসিবে না কি-গো মিলন-দেবতা ;
থামিবে কি মোর বীণা তান!
শুধু অশ্রু ভিজাবে যূথির মালিকা ;
বিরহের নাহি অবসান!?
চমকিয়া উঠি আপনার গীতে ;
আসিবে কি প্রিয় শেষ-গোধূলিতে?!
কেন গুমরি' গুমরি' মরিছে আমার
দীর্ঘ নীরব অভিসার!॥

(৪) *

সখা রহো জাগি প্রাণে—
আজি এ-সকরুণ দিবা-অবসানে॥
আসিছে স্বপন ভাসি'
সাঁঝের পূরবী-তানে॥
বঁধু আঁধার ঘনায়রে,—
সাথীহারা রজনীর কাঁদন হাওয়ায়রে!
তোমার অমৃত-গানে—
অবসাদ মিশে যাক্ বেদনার দানে।
ভুলোনা এ মধুরাতি ;
প্রাণ সঁপো প্রাণে॥

(৫)

আজ বিদায়-বিধুর হোলো বেলা
মধুর-লগনে!
সজল-আঁখির আভাস পেনু'
শ্রাবণ-গগনে!
আমার গলার মিলন-মালা
বিরহেরি বেদন-ঢালা ;
গন্ধ যে-তার জাগে পবনে!!
উতলা কোন্ কিশোর-কোমল
বেণুর তানে ;—
ঘনায় বাদল-দিনের মায়া
বনের প্রাণে!!
করুণ সুরের গুঞ্জরণে
বিচ্ছেদ-গান ভরে মনে ;—
সে-সুর আনে অশ্রু নয়নে॥

(৬)

কাজ-ভোলানো মোহন সুরে
শরৎ ডাকে কাছে-দূরে!
কালোয় আলোর মালা গাঁথি',
শিউলি ফুলে ক'রলে সাথী,—
পথের প্রেমে পড়ে ঝুরে॥
আকাশ আজি তন্দ্রা ভোলে ;
ভুবন হৃদয়-দুয়ার খোলে!
এলো মধুর নিখিল-চিতে,
পাগল-করা বাঁশীর গীতে,—
ধানের বনে সে-তান ঘুরে॥

(৭)

নমোহে শুভ্র নমোহে তীব্র,
নির্ম্মল শীত নির্ম্মম!
কুঞ্জে কুঞ্জে মৃত্যুডঙ্কা
বাজাও তুমি হে দুর্দ্দম!!
বৈরাগী—তব শাসন-মহিমা
ছাড়ালো সকল করুণার সীমা ;
সর্ব্বনাশা হে জীর্ণ-তাপন,
তব তপস্যা দুর্গম॥

(৮)

ওগো পূজারিণী—
কোথা যাও তুমি যুগ যুগ ধরি'—
মহাকাল-পথ বাহি'।
কোন্ অমৃতের পূজার লাগিয়া
অন্তর-ধূপ রেখেছো জ্বালিয়া,
হৃদয় আসন রেখেছো পাতিয়া—
বিষাদ-শিশিরে নাহি'!
ভোরের রাগিণী হিম-আহ্বানে
উঠিল কী গান গাহি!॥

কোন্ অকরুণ বিরাগীরে চাহি'—
কী ভাষা রচিছ প্রাণে !
বিদায়-বিভোলা ঝরা শেফালির
অন্তর বুঝি জানে !
কাজল নয়নে কী মায়া জীয়ানো,
কুন্তল-ভার গগনে বিছানো,
অমিত-লাবনী তপেতে-ভুলানো—
মিলন-মাধুরী-দাহী !
ভরো অঞ্জলি লীলা সাথী তার
বিরহের গাথা গাহি ॥

(৯) *

ওগো আমার প্রলয়-দিনের আলো—
জ্বালো প্রদীপ জ্বালো !
এই ধরণীর ঝঞ্ঝাবাতে
প্রলয়-ভোলা বজ্র মাতে,
নিবলো আমার পথের বাতি,
নিবলো আমার আলো ॥
ওগো আমার পথ-দেখানো আলো—
তব জীবন-জ্যোতি-রূপের সুধা ঢালো ঢালো।
দিক্-হারানো শঙ্কাপথে
নাম্‌বে কখন্ অরুণ-রথে,
টুট্‌বে পথের অন্ধ-আঁধার—
সকল বিষাদ কালো !
বাজাও আলোর পদ্মবীণা
ওগো পরম-ভালো ॥

(১০)

আলোর আবীর ভ'র্‌লো আকাশ
নাচের পুলক লাগে ;
আমার প্রেমের কমলকলি মঞ্জরীতে জাগে।
পলাশ-ফুলের কেশরগুলি
রঙের শিখায় উঠ্‌লো দুলি' ;
আমের-মুকুল-গন্ধ মিশে ধরার সবুজ ফাগে ॥
এখন ফাগুন মাতে বাউল সাজে ;
কখন্ পৌঁছুলো তা'র রঙের লিপি—
আমার সকল হৃদয়-মাঝে।
পূর্ণিমা-চাঁদ উঠ্‌লো নভে
কোন্ প্রেমিকের বাঁশীর রবে ;
সুর মিলালো বসন্ত মোর পঞ্চমেরি রাগে ॥

(১১)

এসো মঞ্জুল মম প্রাণে—
আজি মধুর-মনোহর গানে !
চির সুন্দর বরবেশে
ধরো ভুবন-মোহন হেসে !
সাজে ধরা নব-আভরণে
মধু-অন্তর-রস-স্নানে ॥
হেরি উদার নীলাম্বরে
তব করুণা অমিয়া-ভরা !
সে-যে নিখিলের ধ্যান ভরে
পূজে সে-রূপ বসুন্ধরা !
তব নবীন রঙীন্ বাণী
দিল মধুর পুষ্পক আনি' ;
বাজে নন্দন-বন-তাই
প্রেম-বন্দনা-তানে তানে ॥

(১২)

নিকুঞ্জে রজনীগন্ধা
সুরভিছে অশান্ত বায় !
বিদায়-বেলা আসে ঘনায়ে
অন্তরে তিমির ঘনায় (আহা) ॥
আজি এ-সন্ধ্যার মিলন-সুষমা,
বিহঙ্গ-কূজন-গীতি নিরুপমা,
এ-কী বিষণ্ণ-মাধুরী বিকাশে ধীরে—
মন্দ-গমন সুরে পবনে মিলায় (আহা) !!

(১৩)

এখনো ঝরেনি আম্রকলি ;
ক্লান্ত নহে পিককাকলি !
ভাঙিল খেলা চৈত্র-বেলা ;
বকুল সৌরভ-ধন ব্যাকুল,
বিলাপে সকলি ॥
বনতলে বাজিল কেন করুণ বাঁশি !
চিরপ্রাণে তবু লভিনু শেষ মিলনের-বাণী !
সান্ত্বনা আজি নাহি মানি ;
অন্তশেখরে ঝড় ওঠে চঞ্চলি' ॥

PERTRIX

নন-সাল-এমোনিয়াক

ড্রাই ব্যাটারী সংযুক্ত

স্পষ্ট ও সুললিত সুর শ্রবণ করুন। আপনার ব্যাটারি যদি ঠিকভাবে কার্য্য করে তাহা হইলেই সেই সুর গ্রহণ সম্ভবপর হয়। আপনার সেটে যদি নতুনের মত স্পষ্ট ও জোর আওয়াজ না বেরোয় তবে পের্‌ট্রিক্স ব্যাটারি লাগাইয়া লউন।

কোথায় কোথায় পাওয়া যায়:—

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্স,
৭, ডালহাউসি স্কোয়ার, কলিকাতা।

বোম্বে রেডিও কোং লিঃ
কুইন্স রোড, বোম্বাই।

দি পাঞ্জাব অটোমোবাইল্ এণ্ড রেডিও কোং
৪০, দি মল, লাহোর।

অরিয়েণ্টাল্ রেডিও কোং
কাশ্মিরী গেট, দিল্লী।

ভার্গব ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্,
এল্‌গিন্ রোড, এলাহাবাদ।

অনুষ্ঠান-পত্র

কলিকাতা ষ্টেশন

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

—

শুক্রবার ২৪শে এপ্রিল ১৯৩১

১১ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

মঙ্গলবার ২৮শে এপ্রিল সঙ্গীত শিক্ষা-দানের আসরে "ওকে ছিন্ন মালার কুসুমগুলি" এই গানটির প্রতিযোগিতা হবে। যাঁরা যোগদান কর্ত্তে ইচ্ছুক তাঁরা সেদিন ৬॥টার মধ্যে এসে ষ্টুডিওয় পৌছবেন। শ্রীমতী আরতি দেবী শ্রেষ্ঠ গায়ক বা গায়িকাকে একটী পদক প্রদান করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

আমাদের ঘোষণা মন্দিরে প্রতিদিন সাধারণতঃ যথাক্রমে প্রাতঃকালীন, দ্বিপ্রাহরিক, বৈকালিক ও সান্ধ্য এই চারিটী অনুষ্ঠান হোয়ে থাকে। প্রত্যেকটী অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে এবং অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে কর্পোরেশনের ঘড়ি অনুসারে সময় ঘোষিত হবে।

—

সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কোনো দিন ভারতীয় প্রোগ্রাম হোয়ে যাবার পর ইউরোপীয় প্রোগ্রাম আরম্ভ হয় আবার কোনো দিন বা ইউরোপীয় প্রোগ্রামের পর ভারতীয় প্রোগ্রাম হয়। এই দুই প্রোগ্রামের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ একটা শেষ হওয়ার পর অন্যটী আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আবহাওয়া ও সংবাদাদি এতদিন ঘোষিত হোত, কিন্তু বর্ত্তমানে মাত্র শুক্রবার দিন ছাড়া প্রত্যহ রাত্রে ৯টা থেকে ৯॥টা সংবাদ জ্ঞাপন করবার ব্যবস্থা হ'ল।

—

সাধারণতঃ বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃকই নাটকগুলি অভিনীত হোয়ে থাকে। অন্য কোনো সম্প্রদায় কোনো নাটক অভিনয় করলে অনুষ্ঠান পত্রে তাঁদের নাম উল্লেখ করা হবে।

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—বিশ্বের বিচিত্র সংবাদ

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা বাংলা ও মারাঠী গ্রামোফোন রেকর্ড

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫৷৷—৬৷৷টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭৷৷টা আবহাওয়া ও সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (ইংরেজী ও বাংলায়)

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৮—১১টা অভিনয় রজনী

রবীন্দ্রনাথের

"গৃহপ্রবেশ"

—

God Save the King

শেষ

—

শনিবার ২৮শে এপ্রিল ১৯৩১

১২ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

হিন্দী গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২—৩টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—স্বাস্থ্যের কথা

মহিলাদের রচনা ও চিঠি-পত্র পাঠ

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬৷৷টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৭টা (আধুনিক বাংলা গান)

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসগুপ্ত

„ হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

„ পঙ্কজকুমার মল্লিক

মিঃ কে মল্লিক

—

৭-৪০ (হাসি কৌতুক)

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৭-৫৫ (যন্ত্র সঙ্গীত)
এক্স্ অর্কেষ্ট্রা
(মিঃ আর সি বড়ালের অধিনায়কত্বে)
—
৮-৫ (হিন্দী গান)
মিস্ উষারাণী
পণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালী
—
৮-৪৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
এক্স্ অর্কেষ্ট্রা
(মিঃ আর সি বড়ালের অধিনায়কত্বে)
—
৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)
—
৯॥টা—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
God Save the King
শেষ
—

রবিবার, ২৬শে এপ্রিল ১৯৩১
১৩ই বৈশাখ ১৩৩৮
—
প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান
—
৮॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
প্রভাতবার্ত্তা
—
৮-৪৫ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দীগান)
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়
,, শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
,, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়
,, কৃষ্ণচন্দ্র দে

৯-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী
—
১১॥টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
সান্ধ্য-অনুষ্ঠান
—
৬॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম
—
(সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ গির্জ্জে থেকে রীলে)
—
ভারতীয় প্রোগ্রাম
—
৭॥টা সবুজ সম্মিলনীর সভ্যগণ কর্ত্তৃক
বিচিত্র অনুষ্ঠান
শ্রীসন্তোষ ঘোষ
,, বিনয় ঘোষ
,, অনিল বাগ্চী
,, জ্ঞান সেন গুপ্ত
,, নলিনী লাহিড়ী
,, রমণী লাহিড়ী
,, ভূপতি সিংহ
,, প্রবোধ সিংহ
কুমারী মেরী সিংহ
,, অনু সিংহ
,, আলোকলতা সিংহ
,, কমলা ভট্টাচার্য্য
,, অপর্ণা বসু
মিঃ এন্ মুস্তফী
—
৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)
—
৯॥—১০॥টা নির্ব্বাচিত দৃশ্য হইতে অভিনয়
—
God Save the King
শেষ
—

সোমবার, ২৭শে এপ্রিল ১৯৩১

১৪ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

হিন্দী ও বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—হাসির গল্প

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩॥ হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

বক্তৃতা

বক্তা—পণ্ডিত চিন্তামণি

বিষয়—আর্য্য ও অনার্য্য

—

৭-২০ (বাংলা গান)

মিস্ প্রফুল্লবালা

„ আবীরাবালা

„ আঙ্গুরবালা

„ বীণাপাণি

„ মাণিকমালা

„ আভাবতী

—

৮॥টা (হিন্দী গান)

মিস্ আঙ্গুরবালা

মিস্ উষারাণী

—

৯টা আবহাওয়া ও সংবাদ বাজার দর

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯॥—১০॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার—ক্ল্যারিওনেট

নান্নে বাবু—হারমোনিয়াম

প্রোঃ হাফেজআলি খাঁ—স্বরোদ

—

God Save the King

শেষ

—

মঙ্গলবার ২৮শে এপ্রিল ১৯৩১

১৫ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

বাংলা হিন্দী ও গুজরাটি গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

২॥—৩॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—বিভিন্ন দেশের লোক

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৫॥টা ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

সঙ্গীত-শিক্ষা

—

৭॥টা 'অভিনয়'

"শ্যামসুন্দর"

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯-১৫—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

বুধবার ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩১

১৬ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

বাংলা ও উর্দ্দু ভারতীয় গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীসোমদত্ত

বিষয়—নানা কথা

—

পাঁচালী—শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

—

৩—৩॥টা বাংলা ও মারাঠী গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

৭-৫৫ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু
আসফাক্ হোসেন খাঁ
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে
মিস্ উষারাণী
পণ্ডিত আর মুল্যে
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী
মিস্ মাণিকমালা
শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯৷৷টা (হাসি-কৌতুক)
শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৯-৪০ (সাধারণ বাংলা গান)
শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য

—

৯-৫৫ (যন্ত্র-সঙ্গীত)
ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

১০।১৫—১০৷৷টা দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

God Save the King
শেষ

—

বৃহস্পতিবার, ৩০শে এপ্রিল ১৯৩১
১৭ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

বাংলা ও গুজরাটী গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্
বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা
বিষয়—সাহিত্য
মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা হিন্দী গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

শ্রীগোপালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক
পালা কীর্ত্তন

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর
পাট ও গানীর দর

—

৯-১৫—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King
শেষ

—

শুক্রবার, ১লা মে ১৯৩১

১৮ই বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

হিন্দী গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—রাজপুতানার গল্প

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা বাংলা, তামিল, তেলেগু গ্রামোফোন রেকর্ড

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫৷৷—৬৷৷টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭৷৷টা আবহাওয়া সংবাদ, বাজার দর,
পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৮—১১টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

অভিনয় রজনী

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

"সাজাহান"

—

God Save the King

শেষ

—

শনিবার, ২রা মে ১৯৩১

১৯শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

হিন্দী ও উর্দ্দু গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

২—৩টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—বৈজ্ঞানিক যৎকিঞ্চিৎ

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৭টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ষ্টেশন অর্কেষ্ট্রা

—

৭-১০ আধুনিক ও সাধারণ বাংলা গান

—

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়

মিস্ প্রভাবতী

—

৭-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

মিঃ আর সি বড়াল (পিয়ানো)

—

৭-৫০ (হাসির গান)

শ্রীহরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—

৮-৫ (যন্ত্র সঙ্গীত)

ষ্টেশন অর্কেষ্ট্রা

—

৮-১৫ (হিন্দী গান)

মিস্ উষারাণী

—

৮-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

আফতাবউদ্দিন ফকির—সুর-সংগ্রহ

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানীর দর

—

৯-১৫—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

রবিবার, ৩রা মে ১৯৩১

২০শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

৮-৪০—১০টা (সাধারণ বাংলা হিন্দী গান)

—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ

মিঃ কে, মল্লিক

শ্রীসুধামাধব সেনগুপ্ত

শ্রীকালীপদ পাঠক

মস্তান গামা

—

১১॥টা—১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৬॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল থেকে রীলে

—

৭॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(যন্ত্র-সঙ্গীত)

অব্‌ফিক্ ক্লাব সেক্‌ষ্টেট্

(ডি, এন্ দাসের অধিনায়কত্বে)

—

৭-৪০ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

কুমারী অন্নপূর্ণা দেবী গোস্বামী

,, নীলিমা মজুমদার

,, কমলা ভট্টাচার্য্য

,, শিলাবতী হাজরা

,, রেণুকা মিত্র

,, গীতা রায়

—

৮-৫০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

অব্‌ফিক্ ক্লাব সেক্সটেট্

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ জ্ঞাপন (ইংরাজী ও বাংলায়)

—

৯-৩০ (হিন্দী গান)

রাখাল মিশ্র

পণ্ডিত হরিশচন্দ্র বালী

—

১০-১০—১০॥টা (উর্দ্দু কৌতুক)

আবদুল আজিজ খাঁ

—

God Save the King

শেষ

—

সোমবার, ৪ঠা মে ১৯৩১

২১শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

বাংলা ও হিন্দী গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—রবীন্দ্রনাথের গল্প

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

WHY NOT LEARN TO PLAY A MUSICAL INSTRUMENT YOURSELF?

It is no doubt pleasant to listen-in Wireless Music but it will be infinitely more so if you can produce music yourself.

We have a varied selection of Musical Instruments to choose from and invite inquiries.

Dwarkin & Son

Telegrams MUSICAL
Telephone 1051

CALCUTTA.
8, Dalhousie Square, East.

৩—৩৷৷টা হিন্দী ও বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত

—

৭-২০ হিন্দী গান

পণ্ডিত আর ওয়াই মুল্যে

তফজ্জল হোসেন

মিস্ মাণিকমালা

—

৮-১০ বাংলা গান

মিস্ মাণিকমালা

মিস্ আঙ্গুরবালা

—

৮-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

শ্রীনৃপেন্দ্র মজুমদার (ক্ল্যারিওনেট)

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর (বাংলা ও ইংরেজীতে)

—

৯৷৷টা বাংলা গান

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৯-৫০ (কৌতুক কথা)

শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

—

১০-৫—১০৷৷টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ছোটে খাঁ—সারেঙ্গী

—

God Save the King.

শেষ

—

মঙ্গলবার, ৫ই মে ১৯৩১

২২শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

বাংলা ও হিন্দী গ্রামোফোন্ রেকর্ড (যন্ত্র সঙ্গীত)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

গৃহলক্ষ্মী ও ছেলেমেয়েদের

—জন্য—

দেশী মিলের প্রস্তুত স্বদেশী পোষাক সর্ব্বদা মজুত রাখি।

পছন্দসই ছাঁট কাট ও ফ্যাসান চান ত আমাদের দোকানে আসিতে ভুলিবেন না। দাম সস্তা, এক দর, অপছন্দে নির্ব্বিঘ্নে ফেরত বদল।

ড্রেপারি ষ্টোর

G, ১৩, ১৪, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট,

কলিকাতা।

Phone Cal. 4202

১-৪৫ রোটারী ক্লাব হইতে রীলে

—

২॥টা—৩॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিষয়—কথকতা

—

বৈকালিক-অনুষ্ঠান

—

৫॥টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

ছোটদের বৈঠক

বক্তা—গল্পদাদা

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

সঙ্গীত শিক্ষা

—

৭॥টা (আধুনিক বাংলা গান)

মিস্ প্রফুল্লবালা

মিস্ আবীরাবালা

শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক

মিস্ আভাবতী

—

৮-১০ (সাধারণ হিন্দী ও বাংলা গান)

মিস্ বীণাপাণি

—

৮॥টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

প্রোঃ হাফেজ আলি খাঁ (স্বরোদ)

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানীর দর

—

৯-১৫—১০॥টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King

শেষ

—

বুধবার, ৬ই মে ১৯৩১

২৩শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাতবার্ত্তা

—

নব বসন্তের প্রসাধনে
নূতন সাবানখানি মেখে দেখুন।

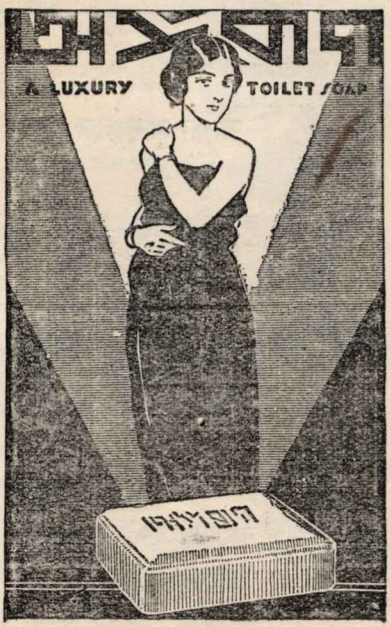

যাদবপুর সোপ ওয়ার্কস্
২৯, ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বাংলা ও উর্দ্দু গ্রামোফোন রেকর্ড

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

২টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

মহিলা মজলিস

বক্তা—শ্রীসোমদত্ত

বিষয়—নানা কথা

—

(পাঁচালী)

শ্রীগৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

—

৩—৩৷৷টা বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ড (যন্ত্রসঙ্গীত)

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(বক্তৃতা)

বক্তা—অধ্যাপক শ্রীঅলোক সেন, এম্-এ

বিষয়—গাছের কথা

—

৭-২০ হিন্দী গান

নান্নে সাহেব

বসির আহ্‌মদ

আসফাক্ হোসেন খাঁ

মিস্ উষারাণী

—

৮-৪০ (যন্ত্র-সঙ্গীত)

ছোটে খাঁ—(সারেঙ্গী)

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানীর দর (বাংলা ও ইংরেজীতে

—

৯৷৷টা (বাংলা গান)

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভাদুড়ী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী

—

১০-১০—১০৷৷টা (যন্ত্র-সঙ্গীত)

নান্নে বাবু (হারমোনিয়াম)

—

God Save the King.

শেষ

—

ইণ্ডিয়ান সিল্ক হাউস

স্বদেশী সিল্কের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান

গরদের

ছাপান

সাড়ী

২০৬ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

E.P.S.

বৃহস্পতিবার ৭ই মে ১৯৩১

২৪শে বৈশাখ ১৩৩৮

—

প্রাতঃকালীন-অনুষ্ঠান

—

৮টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

প্রভাত বার্ত্তা

—

বাংলা গ্রামোফোন্ রেকর্ড (যন্ত্র সঙ্গীত)

—

৮-৪৫—৯-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

দ্বিপ্রাহরিক-অনুষ্ঠান

—

১-১৫ ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

২টা মহিলা মজলিস্

বক্তা—শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা

বিষয়—ভগবদ্গীতা

মহিলাদের রচনা ও চিঠিপত্র পাঠ

—

৩—৩৷৷টা হিন্দী ও বাংলা গ্রামোফোন্ রেকর্ড

—

সান্ধ্য-অনুষ্ঠান

—

৭টা ভারতীয় প্রোগ্রাম

—

(সাধারণ বাংলা গান)

শ্রীবালকনাথ রায়

শ্রীসুধীরকুমার গুপ্ত

শ্রীঅনিলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী

শ্রীমদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

—

৮-৫ (সাধারণ বাংলা ও হিন্দী গান)

মিস্ বীণাপাণি

মিস্ আঙ্গুরবালা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে

—

৯টা আবহাওয়া, সংবাদ, বাজার দর

পাট ও গানির দর

—

৯-১৫—১১টা ইউরোপীয় প্রোগ্রাম

—

God Save the King.

শেষ

—

রেডিও সেট কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের **"সেনোলা সেট"** দেখিতে ভুলিবেন না। এই সেট দেখিতে যেমন সুন্দর আওয়াজ ও তেমনি জোর ও স্পষ্ট। আমাদের নিজেদের কারখানায় বিখ্যাত রেডিও ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নিখুঁতভাবে তৈয়ারী এবং প্রত্যেক সেটের জন্য আমরা এক বৎসরের গ্যারাণ্টি দিয়া থাকি। আমরা অন্যান্য সেট ও রেডিওর যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থ রাখি। অন্যত্র কিনিবার পূর্ব্বে একবার আমাদের দোকানে পদধূলি দিতে ভুলিবেন না।

তালিকার জন্য পত্র লিখিলেই পাঠাইয়া দিব।

এন, বি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স

"রেডিও হাউস"

২১নং চৌরঙ্গী, কলিকাতা।

(লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীটের মোড়)

ফোন কলিকাতা ৩৩৪৫।

বেতার জগতের নিয়মাবলী

বেতার জগতের বার্ষিক সডাক মূল্য ১৸৵০ আনা। প্রতি মাসে এক শুক্রবার অন্তর দু'বার বাহির হয়। ভিঃ পি যোগে কাগজ পাঠান হয়। টাকা কড়ি ম্যানেজার, "বেতার জগৎ" নামে প্রেরিতব্য।

প্রবন্ধ রচয়িতাদের প্রতি

বেতার জগতে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে। রচনা ফুলস্কেপ পাতার দু'পাতার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহিলাদের স্বরচিত রচনা মহিলা মজলিসে, ও বালক বালিকাদের রচনা ছোটদের বৈঠকে পাঠাইতে হইবে।

প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা অমনোনীত হইলে তাহা ফেরৎ দিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিবেন না। কোন রচনা অমনোনীত হইলে সে বিষয়ে কোন উত্তর দিতে সম্পাদক অক্ষম।

বিজ্ঞপন দাতাদের প্রতি

বেতার জগতের বিজ্ঞাপনের হার। কভার প্রথম পৃষ্ঠা—৩০৲। ২য় পৃষ্ঠা—২৫৲। ৩য় পৃষ্ঠা—২৫৲। শেষ পৃষ্ঠা—৩০৲। সাধারণ ১ পাতা—২০৲। অর্দ্ধ পৃষ্ঠা—১১৲। সিকি পৃষ্ঠা—৬৲। বিশেষ বিবরণের জন্য ইউরেকা পাবলিসিটী সারভিস ১৫৭ বি ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে, কিম্বা ১ নং গারষ্টিন প্লেসে পত্র লিখুন। বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন কিম্বা বন্ধ করিতে হইলে অন্ততঃপক্ষে পত্রিকা বাহির হইবার ৭ দিন পূর্ব্বে ১ নং গারষ্টিন প্লেসে বেতার জগতের ম্যানেজারকে জানাইতে হইবে। বিজ্ঞাপন বন্ধ করিবার সময় ব্লক ফেরৎ লইবেন নতুবা ব্লক হারাইয়া বা ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নহি। আকস্মিক প্রেস দুর্ঘটনায় যদি ব্লক ভাঙ্গিয়া যায় তাহা হইলেও আমরা দায়ী নহি।

অনুমত্যনুসারে—
শ্রীসুরেশচন্দ্র ভৌমিক।
প্রকাশক বেতার জগৎ।

COSSOR

New Process VALVES

Especially the NEW 215. S. G. & 210. DET.

LOWEST INTER-ELECTRODE CAPACITY.

SEVEN POINT SUSPENSION.

		Filament Amps.	Anode Volts	Impedance	Amp. Factor	Price
For 2-volt Accumulators						
210 H. F.	H. F., Detector or L F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	Rs. 7-0-0
210 L.F.	First L F. Stage	.1 amp.	75-150	12,000	10	„ 7-0-0
210 R.C	R.C C. or Detector	.1 amp.	75-150	50,000	36	„ 7-0-0
210 DET.	Special Detector	1 amp.	75-150	13,000	15	„ 7-0-0
215 P.	Normal Power Use	.15 amp.	75-150	4,000	9	„ 8-0-0
220 P.	Normal Power Use	.2 amp.	75-150	4,000	8	„ 8-0-0
230 X.P.	Extra Power	.3 amp.	75-150	2,000	4	„ 12-8-0
215 S G.	Screened Gird	.15 amp.	120-150	300,000	330	„ 16-8-0
220 S.G.	Screened Gird	2 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
230 P.T.	Pentode	.3 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
For 4-volt Accumulators						
410 H.F.	H.F , Detector or L.F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	„ 7-0-0
410 L.F.	First L. F. Stage	.1 amp.	75-150	8,500	15	„ 7-0-0
410 R.C.	R.C.C. or Detector	.1 amp.	75-150	60,000	40	„ 7-0-0
410 P.	Normal Power Use	.1 amp.	75-150	4,000	8	„ 8-0-0
415 X.P.	Extra Power	.15 amp.	75-150	2,000	4	„ 12-8-0
410 S.G.	Screened Gird	.1 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
415 P.T.	Pentode	.15 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
425 X.P.	Super Power	.25 amp	150	2,000	7	„ 12-8-0
For 6-volt Accumulators						
610 H.F.	H F. Detector or L.F.	.1 amp.	75-150	20,000	20	„ 7-0-0
610 L.F.	First L.F. Stage	.1 amp.	75-150	7,500	15	„ 7-0-0
610 R.C.	R C C. or Detector	.1 amp.	75-150	60,000	50	„ 7-0-0
610 P.	Normal Power Use	.1 amp.	75-150	3,500	8	„ 8-0-0
610 X P.	Extra Power	.1 amp.	75-150	2,000	5	„ 12-8-0
610 S G.	Screened Gird	.1 amp.	120-150	200,000	200	„ 16-8-0
615 P.T.	Pentode	.15 amp.	100-180	20,000	40	„ 18-8-0
625 P.	Super Power	.25 amp.	100-200	2,500	7	„ 12-8-0
Special Power Valves						
620 T.	Output in Large Amplifiers	1.6 amp.	350-400	1,400	3.2	„ 26-8-0
660 T.	Public Address Amplifiers	4.0 amp.	400-500	800-1000	2.25	„ 92-0-0
680 P.	Power Amplification	.8 amp.	300-400	6,000	5 5	„ 16-8-0
680 X.P.	Heavy Duty Amplification	.8 amp.	300-400	2,750	3.0	„ 16-8-0
680 H F.	First Stage Amplification	.8 amp.	300-400	20,000	27	„ 16-8-0
41 X.P.	Extra Power Valve	1.0 amp.	200-240	1,400	4.5	„ 16-8-0
Mains Valves						
4-volt Indirectly Heated Cathode		Heater Amps.				
41 M.H.F.	H.F. or Detector	1 amp.	200 max.	14,000	32	„ 12-8-0
41 M.L.F.	First L F. Stage	1 amp.	„ „	7,900	15	„ 12-8-0
41 M.R.C.	R C.C. or Detector	1 amp.	„ „	20,000	35	„ 12-8-0
41 M P.	Normal Power Use	1 amp.	„ „	5,000	13	„ 15-0-0
41 M.X P.	Extra Power	1 amp.	„ „	2,000	6	„ 18-8-0
41 M.S.G.	Screened Gird	1 amp.	„ „	400,000	1,000	„ 18-8-0

SOLE DISTRIBUTORS IN INDIA.

Queen's Road, Nr. Marine Lines, **BOMBAY.**

BOMBAY RADIO Co. Ltd.

43/1D, Dharamtola Street, **CALCUTTA.**

Telegram—DERADICOM. Telephone—Bz. 3726

RADIO SETS
CAN BE HAD HERE
ON EASY MONTHLY INSTALMENTS

STOCKISTS OF UP-TO-DATE COMPONENTS

DE RADIO CO.

FACING CENTRAL AVENUE.
5/1, KENDERDINE LANE, CALCUTTA.

Advertise in the

BETAR JAGAT

(The official organ of the Indian State Broadcasting Service)

—It will pay you to appeal to the Radio listening public. They have money to spend and they spend it.

Considering the class of readers and the unique publication in Bengal at Rs. 20/- per page you cannot buy better value. Further particulars from—

EUREKA PUBLICITY SERVICE

157B, DHARAMATALA STREET, CALCUTTA.

Phone : Cal 5345.

স্ফেরাভক্স লাউডস্পীকার

আপনার সেটের সঙ্গে 'স্ফেরাভক্স' ব্যবহার করিলে দেখিবেন রেডিওগান আরও সুমিষ্ট এবং আরও স্পষ্ট হইয়াছে। বাজারে যত প্রকার লাউডস্পীকার আছে তন্মধ্যে 'স্ফেরাভক্স' লাউডস্পীকারের মত এমন নিখুঁত স্বাভাবিক আওয়াজ আর কোনটীতে দেখা যায় না।

সুন্দর কৃষ্ণাভ ফ্রেমের মধ্যে মেহগ্নি রং এর cone—ঘরে রাখিলে ঘরেরও শোভা বাড়ায়।

নিকটবর্ত্তী রেডিওর দোকানে অনুসন্ধান করুন, না পাইলে আমাদের জানাইবেন; আমরা আপনার বাড়ী গিয়া শুনাইয়া আসিব।

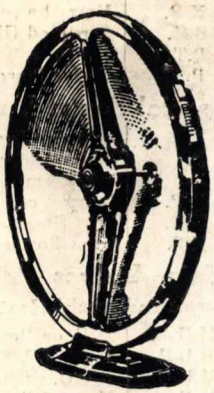

মূল্য ৪০৲ মাত্র

রেডিও সাপ্লাই ষ্টোরস্

ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও প্রধান রেডিও বিক্রেতা

৯ নং ডালহাউসী স্কোয়ার, কলিকাতা

Printed and Published by Subesh Ch Bhoumik, at the Juno Printing Works, 12, Ram Chandra Moitra Lane, Calcutta, Edited by N. Mozoomder. 1, Garstin Place, Calcutta.